OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 245 - 255
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 245 - 255
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা প্রবাদের পাঠান্তর

ড. শ্যামসুন্দর প্রধান
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাগর মহাবিদ্যালয়
Email ID : shyampradhan73@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Folklore, Proverbs, Change of Text, Translation, Time and Society, Kari, Women.

Abstract
A person's work may or may not be enjoyable for everyone, but no one else has the right to change it at will. The author himself changes some texts of the work published in one version to another version if necessary. Variations of this text in literature are called paraphrases. But since folk literature is the creation of an integrated society, not the creation of individuals, so in this case the personal style is not applied. However, if the same material, the same work gets a different form in the hands of another, it is called transference. Proverb is an integrated and beautiful linguistic form rich in rich literary quality of human's long social and practical life-experience. As proverbs are purely mnemonic, some have sunk into oblivion and they have changed somewhat. As a result, even if not the entire part, a word or a word is forgotten by the people. Then keeping the same rhythm, the word or charan of one's choice is placed in the oblivion part. The message of the proverb is derived from the overall arrangement of the proverbs, which change their readings during word-of-mouth dissemination or use after the proverb was composed. Transliteration with variations of multiple readings in one word.

In the study of folklore, it becomes absolutely necessary to distinguish the text of any material. Because the influence of place and time on folklore is very much. As our country relies on hearing and memory, it gets publicity easily transferred. When it takes refuge in the memory of the people, such transliteration, or transliteration, takes on a transformation. And in the case of proverbs, the most elusive element of this folklore, translation is very readily available. There for it is impossible to get a complete reading of any folk literature without translation. Through translation, a proverb gradually becomes an extract of human life experience, where relative truth, not philosophical truth, becomes embodied. Even though the proverb has been passed down by word of mouth for ages, its bodies do not become clichés in mind or hearing. In fact, the more translations of a piece of literature, the more popular and accepted it is. This topic will be discussed in detail in the discussion article.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 245 - 255
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

রবীন্দ্রনাথ যদৃচ্ছ ভাসমান মেঘের সঙ্গে বাংলা ছড়াগুলিকে তুলনা করে বলেছিলেন—

"উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছভাসমান।"[১]

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে যদি এই পরিবর্তনশীলতা লক্ষিত হয়ে থাকে, তবে বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা যেন সর্বাধিক। ব্যক্তি বিশেষের রচনা সকলের উপভোগ্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে, কিন্তু তাকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করার অধিকার অন্যের নেই। কেবল লেখক নিজে এর প্রয়োজনবোধে এক সংস্করণে প্রকাশিত রচনার কিছু পাঠ অন্য সংস্করণে পরিবর্তন করে থাকেন। সাহিত্যের এই পাঠের তারতম্যকে পাঠান্তর বলে। কিন্তু লোকসাহিত্য যেহেতু সংহত সমাজের সৃষ্টি, ব্যষ্টির সৃষ্টি নয়, তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রীতি প্রযুক্ত হয় না। তবে একই উপাদান, একই রচনা বিভিন্ন জনের হাতে পড়ে বিভিন্ন রকম রূপ লাভ করে, একে পাঠান্তর বলে। আমাদের আলোচ্য লোকসাহিত্যের অন্তর্গত প্রবাদের পাঠান্তর।

অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রবাদের অংশবিশেষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। লোকসাহিত্যের প্রবাদ স্মৃতি নির্ভর হওয়ায়, এর সম্পূর্ণ অংশ না হলেও কোনো চরণ বা শব্দ বিশেষে মানুষ বিস্মৃত হয়ে যায়। তারপর ছন্দের মিল বজায় রাখতে গিয়ে বিস্মৃতির অংশে নিজের পছন্দ মত শব্দ বা চরণ বসিয়ে নেয়। এই কাজটি নারীদের দ্বারা বিশেষভাবে হয়ে থাকে। কারণ পূর্বে আমাদের সমাজে প্রচলিত গৌরীদান প্রথার মাধ্যমে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত দূর-দূরান্তে। তারপর কন্যা বিবাহসূত্রে পিত্রালয়ে শোনা প্রবাদ স্মৃতির মাধ্যমে শ্বশুরালয়ে নিয়ে উপস্থিত হত। প্রবাদগুলি একান্তভাবে স্মৃতিবাহিত হবার ফলে কিছু কিছু বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হত এবং সেইসঙ্গে সেগুলি কিছু কিছু পরিবর্তিতও হত। কারণ নূতন স্থান ও পরিবেশের প্রভাব প্রবাদ পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। অল্প বয়সী কন্যারা তাদের শৈশব ও বাল্যে জননী অথবা জননী-স্থানীয়াদের মুখ নিঃসৃত প্রবাদগুলির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেত, যা পরবর্তীকালে তাদের গার্হস্থ্য জীবনেও কার্যকরী হত অনেকখানি। কারণ বাংলা প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব রূপ হল, অধিকাংশ প্রবাদ বা চলিত কথার ভাষা মেয়েদের ভাষা, যা এখন পুরুষদের ভাষাতেও নির্ব্বিবাদে সচল রয়েছে।[২] এছাড়া অধিকাংশ প্রবাদ স্ত্রীসমাজের মধ্যে উদ্ভব লাভ করে স্ত্রী সমাজেই বিকাশ লাভ করে– পুরুষের সমাজের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।[৩]

আমাদের জীবনে প্রবাদের মূল্য তার ব্যবহারিকতার জন্য, যার মধ্য দিয়ে উপার্জিত জ্ঞান আমাদের কাজে লাগে। কিন্তু সে যদি একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে না আসত, নিছক শুষ্ক উপদেশের চেহারা নিত, তাহলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ভাষার বিপুল পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রবাদ এভাবে বেঁচে থাকত না বা লোকের মুখে মুখে এভাবে ছড়িয়ে পড়ত না। সমালোচক কেনেথ বার্ক তাঁর 'দ ফিলজফি অব লিটারারি ফর্ম'[৪] গ্রন্থে বলেছেন প্রবাদের সঙ্গে কবিতার খুবই মিল, কারণ কবিতার মতোই প্রবাদও তার বক্তব্যকে আমাদের কাছে যে-উপায়ে পৌঁছে দেয় তা হল তার স্টাইল। আর এই স্টাইল বা স্ট্যাটেজি না থাকলে প্রবাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাত কিনা সন্দেহ।[৫]

প্রবাদ হল মানুষের দীর্ঘ সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন-অভিজ্ঞতার সরস সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ একটি সংহত ও সুন্দর ভাষাগত রূপ। বাংলা ভাষায় লোকসাহিত্যের এই ধারাটি আজ বিলুপ্তির পথে। কিন্তু এমনটি হল কেন? একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাক, সাহিত্যের নানান শাখার যেমন উদ্ভবের ইতিহাস আছে, আদি স্রষ্টার পরিচয় আছে, ধারাবাহিক বিবর্তনের বর্ণনা আছে, প্রবাদের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। প্রবাদ সাহিত্য নয়, যদিও বহুদিন ধরে সাহিত্যের আসরে তার অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। পুথিপত্রের যুগের আগে থেকে এর উদ্ভব। পুথিপত্রের যুগে এসে 'মৌখিক' প্রবাদ অনেকক্ষেত্রে লিখিত সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। আবার সাহিত্যকারের লিখিত সাহিত্যের অনেক কথাই পরবর্তীকালে মুখে মুখে প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে প্রবাদের সরসতা একে জনপ্রিয় করেছে। ফলে যুগ যুগ ধরে এগুলি মুখে মুখে ফিরেছে– কখনও বা রূপের কিছুটা অদল বদল ঘটেছে।

লোকসাহিত্যের গবেষণায় কোনো উপাদানের পাঠভেদ নির্ণয় একান্ত আবশ্যক হয়ে ওঠে। কারণ লোকসাহিত্যের উপর স্থানের ও সময়ের প্রভাব অনেক বেশি। আমাদের দেশ শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর বলে তা সহজে স্থানান্তরে প্রচার লাভ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 245 - 255
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে। যখন যে জনগোষ্ঠীর স্মৃতিতে আশ্রয় লাভ করে, তখন তদনুরূপ ভাষান্তর বা কথান্তর, রূপান্তর গ্রহণ করে। আর এই লোকসাহিত্যের সবচেয়ে অমোঘ উপাদান প্রবাদের ক্ষেত্রে পাঠান্তর অত্যন্ত সহজ লভ্য। তাই পাঠান্তর ছাড়া কোনো লোকসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পাঠ পাওয়া অসম্ভব। পাঠান্তরের মধ্য দিয়ে একটি প্রবাদ ধীরে ধীরে মানুষের জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাসে পরিণত হয়, যেখানে দার্শনিক সত্য নয়, আপেক্ষিক সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রবাদের পাঠান্তর যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রচলিত হলেও তার দেহগুলি মননে বা শ্রবণে ক্লিশ হয়ে যায় না। সত্যিকথা বলতে কী যে সাহিত্যের যতবেশি পাঠান্তর পাওয়া যায়, ততই সেই সাহিত্যের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি দেখা যাক—

আদিপাঠ	ভাষান্তর বা কথান্তর	রূপান্তর
খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে। কাল করল এঁড়ে বাছুর কিনে।	আগে ভালো ছিল জেলে জাল দড়া বুনে। কি কাল করলি জেলে এঁড়ে বাছুর কিনে।	চাষ করে খাচ্ছিল আব্দুল, ভাল ছিল। চৌকিদারীর কাজ নিয়ে আব্দুল জানে মারা গেল।
এক কড়ার মুরদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই।	ভাত দেবার মুরদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই।	ভাত দেবার ভাতার না, কিল মারবার গোঁসাই।

প্রবাদের আকৃতি বা অবয়ব ক্ষুদ্র হলেও তার একটি বিষয় আছে, অর্থও আছে। বিষয়টি রূপক-সংকেতিক ভাষায় শব্দচিত্রে আরোপিত হয়, আর অর্থ হয় ব্যাঞ্জিত। প্রবাদের কতকগুলি শব্দ ধ্রুব (Constant), যা ভাষান্তরে বা কথান্তরে অপরিবর্তিত থাকে। আবার কতকগুলি শব্দ অঞ্চল ও জনপদ ভেদে পরিবর্তিত হয়। ভাষান্তরে 'রাখে হরি মারে কে?' ভাষান্তরে 'রাখে আল্লাহ মারে কে?' এখানে 'হরি' ও 'আল্লাহ' স্থান বদল করেছে। অন্যদিকে অর্থ ছাড়া প্রবাদের আলোচনা যেহেতু নিরর্থক, তাই এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অর্থ। শব্দের ও প্রবাদের ভাষান্তর বা কথান্তর, রূপান্তর থাকলেও যদি এর কোনো একটি পাঠ ভালোভাবে জানা থাকে, তবে প্রবাদটিকে নির্ভুলভাবে পাওয়া সম্ভব। কোনো কোনো প্রবাদের একাধিক ভাষান্তর বা কথান্তর থাকলেও দেখা যায় প্রবাদের প্রথম অংশে বেশি পরিবর্তন দেখা যায়, সেই তুলনায় দ্বিতীয় অংশে কম পরিবর্তন হয়। কোনো কোনো প্রবাদ বাইরের দিক থেকে সময়োপযোগী হয়ে সামান্য রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হলেও মূল উদ্দেশ্য বা বিষয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন— এদেশে যতদিন কড়ির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, ততদিন অর্থ সম্পর্কিত সকল প্রবাদে কড়ির উল্লেখ বা ব্যবহার দেখা যেত; কিন্তু সময় ও সমাজ ব্যবস্থার কারণে কড়ির ব্যবহার অপ্রচলিত হয়ে তাঁর জায়গায় টাকা কিংবা পয়সা শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—

১. কড়িতে বাঘের দুধও মেলে।	১। টাকাতে/ পয়সাতে বাঘের দুধও মেলে।
২. কড়ি থাকলে বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়। না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধ নয়।	২। টাকা/ পয়সা থাকলে বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়। না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধ নয়।
৩. কড়ি থাকলে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।	৩। টাকা/ পয়সা থাকলে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।
৪. কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনা।	৪। টাকা/ পয়সা দিয়ে কানা গরু কেনা।
৫. কড়ি দিয়ে কিনব দই, গয়ালানী মোর কিসের সই?	৫। টাকা/ পয়সা দিয়ে খাব দই, কি করবে মোর গয়লা, সই?
৬. কড়ি তোমার ভোগ আমার।	৬। টাকা/ পয়সা তোমার ভোগ আমার।
৭. কড়ির জিনিস পড়িস্ না।	৭। টাকার/ পয়সার জিনিস পড়িস্ না।
৮. কড়ি লবে গুণে, পথ চলবে জেনে।	৮। টাকা/ পয়সা লবে গুণে, পথ চলবে জেনে।

৯. কড়ির কেনা হাঁস, ঠেঙ অবধি মাঁস।	৯। টাকায়/ পয়সায় কেনা হাঁস, ঠেঙ অবধি মাঁস।
১০. কড়ি পেলে হরি মেলে।	১০। টাকা/ পয়সা পেলে হরি মেলে।
১১. কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার।	১১। টাকা/ পয়সা দিয়ে হেঁটে নদী পার।
১২. কড়ি দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।	১২। টাকা/ পয়সা দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।
১৩. কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি-লোভে মরে গিয়া।	১৩। টাকাতে/ পয়সাতে বুড়ার বিয়া, টাকা/পয়সা-লোভে মরে গিয়া।
১৪। হক্ কড়ি দিয়ে কানা পেয়দা।	১৪। হক্ পয়সা দিয়ে পেয়দা।

কিন্তু এই পরিবর্তনে অর্থের কোনো তারতাম্য না হওয়ায় এটি স্পষ্ট যে প্রবাদে অর্থই মূল লক্ষ্য, রূপ এর লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ মূল অর্থের কোনো পরিবর্তন না করেও বাইরের দিক থেকে কোনো কোনো প্রবাদের সামান্য পরিবর্তন হতে পারে– তবে এই পরিবর্তন নিতান্ত শব্দগত, অর্থগত নয়। শব্দগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনো প্রবাদ যদি লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত থাকে, তবে তাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা সমীচীন -এর মৌলিক রূপটি সন্ধান করে প্রচলিত রূপগুলি প্রবাদ-সংগ্রহ থেকে বাদ দেওয়া বা প্রত্যাহার করা যুক্তিসংগত নয়। অর্থাৎ 'নাচতে না জানলে উঠানের দোষ' –এই প্রবাদের আর একটি রূপ, যথা, 'নাচ্‌তে না জানলে উঠান বাঁকা' –উভয়েই প্রচলিত এবং প্রামাণিক। এদের একটিকে মৌলিক বলে গ্রহণ করে অন্যটিকে পরিত্যাগ করা যায় না। কারণ, এই উভয় পাঠ সমাজে গৃহীত এবং লোকমুখে এর বহিরঙ্গগত যে সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তারও একটি বিশেষ মূল্য বা সার্থকতা রয়েছে। এই সমস্ত প্রবাদ কখনও কখনও একই প্রবাদের বিভিন্ন পাঠান্তর ('ছোটমুখে বড় কথা', 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা') যেমন হতে পারে তেমনি স্বাধীনভাবে উদ্ভূত প্রবাদও ('এক কড়ার মুরদ নেই কিল মারবার গোঁসাই', 'ভাত দেবার মুরদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই') হতে পারে।

মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছোটো ছোটো বাক্য বা বাক্যাংশ রূপ প্রবাদের ১ম পাঠ লোক মানসে মৌখিকভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় সমাজের অন্যান্যদের কাছে সংস্কার-সংশোধন, সংযোজন-বর্জন, পরিবর্তন-প্রতিস্থাপন-পরিমার্জনের সূত্রে অন্যপাঠ রচনার বহুবিধ বৈচিত্র্যের পরিণাম পাঠান্তর। এক কথায় প্রবাদের একাধিক পাঠের তারতম্য নিয়েই পাঠান্তর।

প্রবাদ রচনার পর মুখে মুখে প্রচার বা ব্যবহারের সময় প্রবাদের যে-সব পাঠপরিবর্তন হয়, তাদের সামগ্রিক বিন্যাস থেকে পাওয়া যায় প্রবাদের পাঠান্তর। পাঠান্তরের সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে এই ভাবে—

প্রথম পর্যায় : প্রথম খসড়া বা পাঠ সমৃদ্ধ।
অন্তিম পর্যায় : প্রচলিত বা ব্যবহারিক পাঠ।

প্রবাদের-স্রষ্টা এবং প্রবাদের ব্যবহারকারী উভয়েই লোক (যারা নিরক্ষর কিন্তু মূর্খ নয়)। বিশেষ করে প্রবাদের সাফল্যে স্রষ্টার আবেগ, রচয়িতার রচনা ও প্রবাদের ব্যবহারকারীর মিলিত রূপের মধ্যে রয়েছে ঐকতান। ব্যতিক্রম হিসেবে প্রবাদের ব্যবহারকারী স্থান ও সময়ের সঙ্গে স্রষ্টা ও রচয়িতার সংযুক্তি-বিযুক্তির মধ্যে ঐকতান তোলার জন্য প্রকৃত পক্ষে গবেষকগণ যখন প্রয়াসী হন। আর এই অবকাশে প্রবাদের একাধিক পাঠভেদ বা পাঠান্তর পাওয়া যায়।

সৃষ্টি বা নির্মাণ ও ব্যবহার নিয়ে প্রবাদের যে মিলিত রূপ বা অবয়ব, তার ফাঁকটি ধরা পড়ে প্রবাদের পাঠকের কাছে। এরা একদিকে প্রবাদের আস্বাদক-বোদ্ধা, অন্যদিকে প্রবাদের ব্যবহার কারীও বটে। প্রবাদের পাঠক রূপে লোকসাধারণ তার পাঠক সত্তার আড়ালে আস্বাদক-বোদ্ধা ও প্রবাদের ব্যবহারকারীর রূপ সত্তাগুলিকে সজীব ও সক্রিয় করে তোলে।

সময় ও স্থানের প্রভাবে আস্বাদক-রূপটির অতৃপ্তি থেকে বোদ্ধার অতৃপ্তির কারণ অনুসন্ধান ও নির্ণয় এবং প্রবাদের ব্যবহারকারীর দ্বারা প্রবাদের স্রষ্টার আলোচনা পরিণামে স্রষ্টা ও রচয়িতার মধ্যে ঐক্যবোধ জাগিয়ে প্রবাদের মিলিত রূপ গড়ে তোলার প্রয়াস মাত্র। এই প্রয়াস থেকে যদি প্রবাদের প্রথম পাঠের পরিবর্তন ও দ্বিতীয় পাঠের উদ্ভব হয়, তবে পরবর্তী পর্বে প্রবাদের পাঠক পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ায় প্রবাদের দ্বিতীয় পাঠ থেকে তৃতীয় পাঠের পরিবর্তন ঘটান। এই প্রয়াস চলে ততদিন

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 29

Website: https://tirj.org.in, Page No. 245 - 255

Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পর্যন্ত, যতদিন না প্রবাদের পাঠক প্রবাদের স্রষ্টা ও নির্মাণের মিলিত রূপ শুনে কিংবা ব্যবহার করে তৃপ্ত হন। এমন পাঠ বা পাঠান্তরই সাধারণত প্রবাদের সার্থক-পাঠ হয়ে ওঠে।

বলাবাহুল্য প্রবদের ব্যবহারকারীর ভেতরের এই পাঠকসত্তাই জানে এর অভাব-অপূর্ণতা-অসামঞ্জস্যটা কোথায় এবং কেন। এবং কীভাবে সেই অসম্পূর্ণতা থেকে প্রবাদকে মুক্ত করা যায়। প্রবাদের পাঠকের এই জানার গভীরতা ও ব্যাপ্তির মধ্যে রয়েছে প্রবাদের নান্দনিক সাফল্য, স্বতঃস্ফূর্ততা ও অন্তরঙ্গ আকাঙ্ক্ষা। লোকেদের এই অন্তরালাশ্রয়ী পাঠক সত্তার নান্দনিক অন্বেষণ থেকেই প্রবাদের পাঠান্তরের সৃষ্টি।

প্রবাদের স্রষ্টা এবং প্রবাদের পাঠকের তথা সামগ্রিক ভাবে লোকসাধারণের প্রবাদ সৃষ্টির পর্বে যে জটিল ক্রিয়ার পরিণামে পাঠান্তরের উদ্ভব, তা তিনটি জ্যামিতিক রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে দেখানো যেতে পারে।

১ম চিত্র	২য় চিত্র	৩য় চিত্র
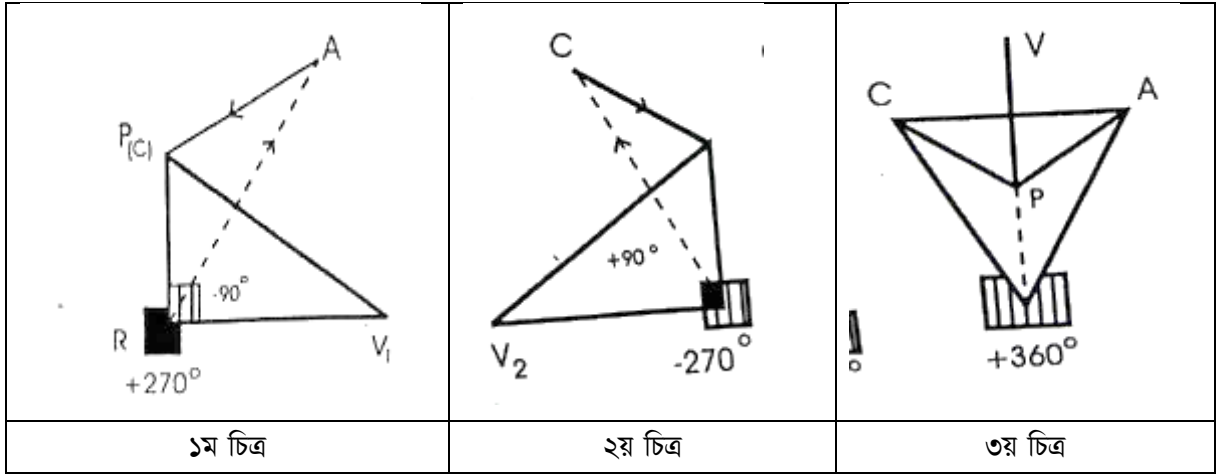
R= প্রবাদের পাঠক, P= লোক, C= প্রবাদের স্রষ্টা, A= প্রবাদের ব্যবহারকারী, প্রবাদমূলক বাক্য বা বাক্যাংশ= V (V_1, V_2...)

প্রথম চিত্রে, লোকসাধারণের সঙ্গে প্রবাদের ব্যবহারকারীর একাত্মতা নেই। সেখানে আবেগপ্রবণ প্রবাদ স্রষ্টার ভূমিকাই মুখ্য। পরিণামে যে যে বর্জিত বাক্য বা বাক্যাংশটি পাওয়া যায় সেখানে প্রবাদের পাঠক সত্তার কাছে প্রবাদের স্রষ্টা ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের মধ্যেকার ব্যবধান থেকে যায় এক সমকোণ। চিত্রে $LPRV_1= 90^0$। আর বহিঃকোণ $LV_1RP = 270^0$ বা তিন সমকোণ। বহিঃকোণ প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সাফল্য নির্দেশক।

দ্বিতীয় চিত্রে, লোকসাধারণের সঙ্গে প্রবাদের স্রষ্টার ঘনিষ্টতা অনেক বেশি। পরিণামে যে মেদবর্জিত বাক্যাংশ পাওয়া যায়, সেখানে লোকসাধারণ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের মধ্যে এক সমকোণের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় তিন সমকোণ ($LPRV_2 = 270^0$)। সেখানে প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সাফল্যের পরিমাণ এক সমকোণ($LRV_2P= 90^0$)।

তৃতীয় চিত্রে, প্রবাদের স্রষ্টা ও প্রবাদ-ব্যবহারকারী একাত্ম। ফলে উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক এবং ভাব ও রূপে একে অপরের সঙ্গে অর্ধনারীশ্বরের মতো বর্তমান। এখানে কৌণিক-মান চার সমকোণ ($VRP= 360^0$)। অর্থাৎ লোকসাধারণ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের মধ্যে ব্যবধান নেই। প্রবাদের স্রষ্টা – প্রবাদের ব্যবহারকারী – প্রবাদের পাঠক পরস্পর অবিচ্ছিন্ন –একই রেখায় (VPR) সমাসীন। এই রেখা সার্থক প্রবাদমূলক বাক্যের পরিচায়ক।

প্রথম চিত্রে প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সাফল্য (বাঁদিকের কালো অংশ) = $L270^0$

দ্বিতীয় চিত্রে প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সাফল্য (বাঁদিকের কালো অংশ) = $L90^0$

তৃতীয় চিত্রে প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সাফল্য (চতুর্ভুজাকার অংশ) = $L360^0$

এর থেকে জ্যামিতিক ভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে-

১. প্রবাদের সাফল্য প্রবাদের পাঠক, প্রবাদের স্রষ্টা ও প্রবাদের ব্যবহারকারী একই রেখায় একই বিন্দুতে মিলিত হওয়ার মধ্যে।

২. সময় ও অবস্থা ভেদে প্রবাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ক্রিয়া কাজ করে। প্রবাদের পাঠক লোকসাধারণকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়, যেখানে লোকসাধারণ আবেগ তাড়িত হয়ে প্রবাদের স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে। এর ফলে প্রবাদের একটি পাঠান্তর যেমন দেখা যায়, তেমনি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ রচনার প্রক্রিয়াটি সমবাহু ত্রিভূজাকার (চিত্র নং- ৩) হওয়ার পরিবর্তে স্থূলকোণী দ্বিসমবাহু (১ম চিত্র ▲ RPA ▲ RCA) ত্রিভুজের আকার লাভ করে এবং প্রবাদের পাঠকের (R) থেকে প্রবাদের ব্যবহারকারীর (A) মধ্যে যে বাহুটি থেকে গেছে, তার দূরত্ব সর্বাধিক হয়। এই দূরত্বই নির্দেশ করে– প্রবাদের পাঠক ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের মধ্যে আর কিছু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

৩. প্রবাদের স্রষ্টার মনের ভাব বা আবেগের পরিবর্তে লোকসাধারণ যখন প্রবাদের ব্যবহারকে অধিক গুরুত্ব দেন, তখন প্রবাদমূলক বাক্যাংশে যেমন গঠনগত চিত্র যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি পাঠান্তরের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই কারণে প্রথম চিত্রের প্রবাদমূলক বাক্যাংশের (V_1) অবস্থান আর দ্বিতীয় চিত্রের প্রবাদমূলক বাক্যাংশের (V_2) অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। এই ধরনের প্রবাদে স্রষ্টার ভূমিকা তেমন না থাকায়, তা শ্রোতার মনে পদবাচ্য হয়ে ওঠে না। এমনতর প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সাফল্য মাত্র এক সমকোণ পরিমাণ। অথচ প্রথম চিত্রের প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সাফল্য তিন সমকোণ পরিমাণ। আর সফল প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সফলতার পরিমাণ চার সমকোণ পরিমাণ। এর থেকে বোঝা যায় কেবল নির্মাণই প্রবাদমূলক বাক্যাংশ নয়। তবে প্রবাদের স্রষ্টার নির্মাণ সচেতন বা শ্রোতার আগ্রহ ছাড়া সার্থক প্রবাদমূলক বাক্য বা বাক্যাংশ রচনা করা অসম্ভব। এই সচেতনতার কারণে প্রবাদের স্রষ্টার সঙ্গে প্রবাদের পাঠক এসে যোগ দেয় (প্রবাদের পাঠকের সঙ্গে প্রবাদের স্রষ্টা এসে যোগ দেন না, কারণ প্রবাদের ব্যবহারই মুখ্য; প্রবাদের স্রষ্টা মুখ্য নয়)। যেমন-

প্রবাদের স্রষ্টা	সময় কাল	প্রবাদ
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম	চণ্ডীমঙ্গল	কুপুত্র হইল মা না হয় বিমুখ।।
মাণিক গাঙ্গুলী	ধর্ম্মমঙ্গল	কুপুত্র হইলে তাকে মায়ে নাহি ফেলে।।
দাশু রায়	পাঁচালী	কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনো নয়।।
ঈশ্বর গুপ্ত	কবিতা	কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা ত কেহ নয়।।
এন্টনি ফিরিঙ্গি	কবিগান	অতি কুমতি কুপুত্র বলে, আপনিও কুমাতা হ'লে আমার কপালে।
দীনবন্ধু মিত্র	গদ্যপদ্য	কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা কখনো নয়।।

অনুরূপ —

১. বন পোড়ে আগে বড়ায়ি জগজনে জাণী।/ মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
কুমারের পনে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়। (ঈশ্বর গুপ্ত)
বন পোড়ে সবাই দেখে মন পোড়ে কেউ দেখে না। (আধুনিক প্রবাদ)

২. আপনা মাংসে হরিণা বোইরী।। (চর্যাপদ)
নিজ মাংসে জগতের বৈরী।। (পৃ. ৭৮)/ আপনার মাংসে হরিণী জগতের বৈরী।। (পৃ. ৮৮) [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন]
হরিণি জাগায় ভাল কুটম্ব বিবাদ। (বিদ্যাপতি)
জগত হৈল বৈরী আপনার মাংসে। (কবিকঙ্কন)

৩. পিপিড়ার পাখা-উঠে মরিবার তরে।। (কৃত্তিবাসের - কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে)
কিবা মৃত্যুহেতু পাখা উঠে পিপিড়ার।। (কবি কঙ্কণের - চণ্ডীমঙ্গল)
পিপীলা পালক বাঁধে মরিবার তরে।। (মাণিক গাঙ্গুলীর - ধর্ম্মমঙ্গল)
পিপীলিকার পাখ-দণ্ড মরিবারে উঠে।। (রামেশ্বরের - শিবায়ন)
মরণের হেতু উঠে পিপীড়ার পাখা।। (ঈশ্বর গুপ্ত - কবিতা)

৪. চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কান্দিতে নারে।। (চণ্ডীদাস)

চোর-রমণি জানি মনে মনে রোয়ই অম্বএ বদব ছপাই।। (বিদ্যাপতি)
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।। (জ্ঞানদাস)

৫. মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল।
মাকড়ের হাতে নারিকেল।/ খাইতে সাধ ভাঙিতে নাহি বল।। (চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি অপ্রকাশিত পদ)
নারিকেল কি খেতে পারে বানরে।। (দাশু রায়)

৬. শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধিবি তাগা।। (কৃত্তিবাস - অঙ্গদ রায়বার)
লোচনে দংশিল অহি কোনখানে দিব তাগাবন্ধ।। (কবিকঙ্কণ)
কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত।। (রামপ্রসাদ - বিদ্যাসুন্দর)
শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা দিব কোথা।। (গোপাল উড়ে - গান)

৭. বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুংক্তে। (সংস্কৃত সুভাষিত)
ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুই হাথে না খাইএ। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
বড়েও ভুখল নহি দুহহু করে খাএ। (বিদ্যাপতি)
খিদে পেলে কি দুহাতে খায়। (আধুনিক প্রবাদ)

৮. হত্থে কঙ্কণং কিং দপ্পণেণ। (কর্পূরমঞ্জরী)
হাথক কাঁকণ আরসী কি কাজ। (বিদ্যাপতি)
হাতে শঙ্খ, দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি। (ঘনরাম চক্রবর্তী)
হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ।। (সরহ - চর্যাপদ)
হাতে শাঁখা দর্পণে দেখা। (আধুনিক প্রবাদ)

৯. যে পুণি অধম জন আন্তরে কপট।/ তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট। (চণ্ডীদাস - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
সুজন প্রেম হেম সমতুল দহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল।।(বিদ্যাপতি)
ভালর পিরীত সোনার বাসন, ভাঙলে বানান্ যায়।/ খলের পিরীত মাটির হাঁড়ি, ফাট্‌লে ফেলায়।। (আ. প্রবাদ)

১০. শাক রখহিতেঁ তোম্ভে আদরাহ কেহ্নে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
যখন তাহার জন্য অন্ন ত্যাগ করিলে, তখন সামান্য শাকে আদর কেন?

১১. দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ।। (ঢেণ্ঢণ_চর্যাপদ)
দোয়া দুধ বাঁটে সামায় না। (আধুনিক প্রবাদ)

১২. যে থানে সূঁচী ন জাএ তথা বাটিআ বহাএ।। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালায়।

১৩. বরং শূন্য শালা ন চ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ। (সংস্কৃত)
বর সুণ গোহালী কি সো দুঠ্‌ঠ বলন্দে।। (সরহ - চর্যাপদ)
দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। (আধুনিক প্রবচন)

১৪. কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।/ কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে।। (কাশিরাম দাস_মহাভারত)
কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।/ কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে।। (ঘনরাম চক্রবর্তী_ধর্মমঙ্গল)

১৫. বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে। (কৃত্তিবাস)
বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন। (মাণিক গাঙ্গুলী)

১৬. পোড়া স্বভাব যায় না ম'লে'। (গোপাল উড়ে)
স্বভাবের দোষ কভু নাহি যায় ম'লে'। (ঈশ্বর গুপ্ত)
স্বভাব যায় না ম'লে'। (দাশু রায়)
না ম'লে স্বভাব যায় না। (গৃহলক্ষ্মী_গিরিশ ঘোষ)

আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। (মেজদিদি - শরৎচন্দ্র)
লোকে কথায় বলে, স্বভাব যায় না ম'লে'। (পণ্ডিত মশাই - শরৎচন্দ্র)

১৭. চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।/ মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসী পড়ে তাঁতী।।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।/ বাঘ পালাল, বেরাল এল ধরতে এবার (পাঠান্তর-শিকার) হাতী।।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।/ বিস্তার করলে পেটের পুত, কি করবে মোর নাতি[১]।।
[১. পাঠান্তর- সব (বা বড়) করলে পেটের পো, বাল ছিঁড়বে নাতি]
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি।/ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হল রথী।।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।/ময়ূর গেল, ছাতারে এল, ফুলিয়ে বুকের ছাতি।।

বাংলা প্রবাদের কয়েকটি পাঠভেদ বা পাঠান্তর হল—

১.	ময়রারা সন্দেশ খায় না।	শুঁড়িরা মদ খায় না।
২.	মন ছাড়া পাপ নাই, মা ছাড়া বাপ নাই।	মনের অগোচরে পাপ নাই, মায়ের অগোচরে বাপ নাই।
৩.	পড়ক বা না পড়ক পো, সভায় নে গে থো।	লিখতে না পারে পো, তো সভায় নিয়ে থো।
৪.	ননদেরও ননদ আছে।	বাবারও বাবা আছে।
৫.	নুন আনতে পান্তা ফুরায়।	সাজ করতে দোল ফুরায়।
৬.	নিদ্রা নাই নির্ধনীর নিদ্রা নাই শোকীর।	ঘুম নাই যোগীর, আর ঘুম নাই রোগীর।
৭.	তেলা পোকা আবার পাখী, ভেরেণ্ডা আবার গাছ।	আরসুলা আবার পাখী, ডেপুটী আবার হাকিম।
৮.	ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙা।	কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
৯.	ডাল ছাড়া বান্দর।	জল ছাড়া মৎস্য।
১০.	জল নেড়ে জোঁকের বল বুঝা।	বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা।
১১.	জল দিয়ে জল বের করা।	কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
১২.	ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম।	কানাপুতের নাম পদ্মলোচন।
১৩.	চলছে যদি বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে।	অভাগা যায় বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে।
১৪.	চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা।	ঢাকের কাছে ট্যামটেমী।
১৫.	চতুরের কাছে চতুরালী।	সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলী।
১৬.	কাঙ্গালের মুড়কিই সন্দেশ।	গরীবের রাঙতাই সোনা।
১৭.	ঘরে শাক সিজনা, বাহিরে বাবুয়ানা।	ঘরে অষ্টরম্ভা বাহিরে কোঁচা লম্বা।
১৮.	গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ।	কানাপুতুরের নাম পদ্মলোচন।
১৯.	গুয়ে বলে গোবর দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ।	চালুনী বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা।
২০.	গরীবের ঘোড়া রোগ।	কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ।
২১.	গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।	মাছের তেলে মাছ ভাজা।
২২.	কোন কালে নাইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই।	কোন জন্মে ছিল না ডুলি, আগে দুই পা তুলি।
২৩.	আপনার ঢাকা থাক, পরের বিকিয়ে যাক।	তোর ঢাকা থাক মোর বিকিয়ে যাক।
২৪.	আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুই বড় খসখসে।	চালুনি বলে ধুচুনি ভায়া তুমি বড় ফুটো।
২৫.	অভিমানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই।	অতি দানে বলির পাতালে হল ঠাঁই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 245 - 255
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৬.	হেগো রুগী মুখে টনক।	হাগা নাড়ী মুখে টনক।
২৭.	হাতে হাতী ঠেলা যায় না।	হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।
২৮.	হাতে জল গলে না।	হাত দিয়ে জল সরে না।
২৯.	হাটে কি দর চাউল, না, মামার ভাতে আছি।	চালের কি দর, না, বামুনের ভাতে আছি।
৩০.	সাপের মুখে ঈষার মূল।	জোকের মুখে লুন।
৩১.	সাত পাঁচ খতিয়ে মনে, চাষ করে না সোনার বেনে।	লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেনে।
৩২.	সাত কথার উপর এক কথা।	লাখ কথার উপর এক কথা।
৩৩.	সকল দিন যায় হেসেখেলে, সন্ধ্যাবেলা বৌ কাপাস ডলে।	দিন গেল বৌয়ের হেলে ফেলে।/রাত হলে বৌ কাপাস ডলে।
৩৪.	সকল পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়া ঘাটে গড়াগড়ি।	যত করে তাড়াতাড়ি খেয়া ঘাটে গিয়ে গড়াগড়ি।
৩৫.	শুকনো কাঠ ভাঙলেও নোয় না।	ভাঙে ত মচকায় না।
৩৬.	শিয়রে রাজা, কোটালের দোহাই।	রাজা থাকিতে কোটালের দোহাই।
৩৭.	শাক চোরকে শূল।	মূলো চোরের ফাঁসি।
৩৮.	লোহা পাথরে যুদ্ধ করে শোলা দিদি পুড়ে মরে।	রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।
৩৯.	যে মুলটা বাড়ে, তার এক পাতাতেই চেনা যায়।	উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়।
৪০.	যেমন বাপ তেমনি বেটা।	বাপকি বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া, কুচ্ না হোয় ত থোড়া থোড়া।
৪১.	যেমন গাওনা, তেমন পাওনা।	যেমন দান তেমন দক্ষিণা।
৪২.	যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।	যে মেয়ে সতীনে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।
৪৩.	যেটা রটে, সেটা বটে।	যে কথা রটে সে কথা বটে।
৪৪.	যার ছেলে কুমিরে খায়, সে ঢেঁকি দেখলে ভয় পায়।	ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।
৪৫.	যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামসন্না।	যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশন্না।
৪৬.	যতদূর পা ছড়াও তত দূর ঝাঁতলা[১]।	যতদূর পা ছড়াও তত দূর মাদুর (ভাল অবস্থা) ।
৪৭.	ঘোড়া চিনি কানে, দাতা চিনি দানে। মানুষ চিনি হাসে[১], মণি চিনি ভাসে[২]।	ঘোড়া চিনি কানে, দাতা চিনি দানে। মানুষ চিনি হালে, মণি চিনি জলে।
৪৮.	যার নিন্দে তার পিন্ধ[১]।	যার নিন্দে তারে বন্দে।
৪৯.	হবুচন্দ্র[১] রাজার গবচন্দ্র[২] মন্ত্রী[৩]।	হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র পাত্র।
৫০.	হতচ্ছেদ্দার নেমন্তন্ন, ডাকতে পড়েনি[১] মনে। ডাকো কিংবা নাই ডাকো, বিকট মূর্ত্তি কেনে[২]।।	হতচ্ছেদ্দার নেমন্তন্ন, ডাকতে ছিল না মনে। ক্ষিধে যদি পেয়েছিল খেয়ে যাওনি কেনে।।
৫১.	হক্[১] কথা বলব, বন্ধু বিগড়য় বিগড়বে[২]।	উচিত কথা বলব, বন্ধু চটে চটবে।/ উচিত কথায় বন্ধুও বিগড়য়।
৫২.	স্বভাবের[১] দোষ না ছাড়ে চোরে, শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে[২]।	অভাবের দোষ না ছাড়ে চোরে, খালি ভিটায় মাটি খোঁড়ে।
৫৩.	স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লত[১] যায় না ধুলে[২]।	কালি যায় না ধুলে স্বভাব যায় না ম'লে।
৫৪.	হয় পুত, না হয় ভূত।	হলে পুত, নইলে যমদূত।
৫৫.	হেঁপায় (প্ররোচনায়/ঝোঁক) পড়ে স্রোতে ভাসা।	হাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে ভাসা।
৫৬.	হিংসায় ফুটি ফাটা।	হিংসায় কাঁকুড় ফাটা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 245 - 255
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫৭.	হায় রে আমড়া, আঁটি আর চামড়া।	ক্যায়সা ফল আমড়া, আঁটি আর চামড়া।
৫৮.	হায় রে কপাল একপেশে, সবাই বলে – ফেন খসে।	কপাল হল একপেশে, যেখানে যাই সেই বলে – ফেন খসে।
৫৯.	হাতী বেচে শেকল নিয়ে ঝগড়া।	ঘোড়া বেচে লাগাম নিয়ে ঝগড়া।
৬০.	হাতী ঘোড়া গেল তল, বেতো বলে – আমার হাঁটুজল।	কত হাতী গেল রসাতল ভেড়া/গাধা/মশা/বেঁটে বলে আমার কত বল/কত জল।
৬১.	হাতে দই, পাতে দই, তবু বলে কই কই।	হাতে দই, মুখে দই, তবু বলে কই কই।
৬২.	হাভাতের যদি হয় ধন, বাপে পুতে দেয় কেত্তন।	হাভাতে যদি পায় ধন, বাপে পুতে দেয় কেত্তন।
৬৩.	হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে এনেছি[১] বাঁদী[২]। সে হল গিন্নী[৩], আর আমি বসে রাঁধি[৪]।।	হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে আনলাম দাসী। সে হল ঠাকুরণ, তার আমি হলাম বাঁদী।।
৬৪.	হাড়ীর[১] লক্ষ্মী ছাড়ে, শূয়রকে ঝাঁটা মারে[২]।[৩]	ডোমকে/বাউরিকে লক্ষ্মী ছাড়ে, শূয়রকে ঢেলা মারে। অথবা- হাড়ীর ঘরে কড়ি হলে শূয়রকে মারে ঝাঁটা।
৬৫.	হাঁড়ি নিয়ে গেলেও যাওন, ঘটি নিয়ে গেলেও যাওন।[১]	হাঁড়ি নিয়ে পুকুরে যাওন, কলসী নিয়ে পুকুরে যাওন।
৬৬.	হস্তীপৃষ্ঠে যে বা যা,[১] হাম্বা রব[২] সে ডরায়[৩]।	হাতীর পিঠে আসে যায় (গজে আসে গজে যায়/হাতীর কাঁধে আসে যায়) মেউ দেখে ভয় পায়।
৬৭.	হাগুন্তির[১] লাজ নেই, দেখুন্তির লাজ।[২]	নাচুন্তির লাজ নেই, দেখুন্তির লাজ।/হাগতে লাজ, না, দেখতে লাজ।
৬৮.	স্বদেশের[১] ঠাকুর, বিদেশের[২] কুকুর।	নিজের দেশের ঠাকুর, পরের দেশের কুকুর।
৬৯.	সোনার প্রতিমা[১] জলে[২] দেওয়া।	সোনার লক্ষ্মী ভাসিয়ে দেওয়া।
৭০.	সোনামুখ[১] ঝি আমার পরের ঘরে যায়। খেঁদানাকী[২] বউ এসে বাটায় পান খায়।	পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়। উনুনমুখী বউ এসে বাটায় পান খায়।
৭১.	সুখের ঘরে রূপের বাসা।	রূপের ঘরে সুখের বাসা।

তবে প্রবাদের মূল পাঠ কোনটি এবং কোনগুলিই বা পাঠান্তর তা নিশ্চিত করে জানার কোনো উপায় নেই। তাই প্রবাদের সব ক'টি পাঠই গুরুত্বপূর্ণ এবং সংগ্রহযোগ্য।

Reference:

১. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, 'লোকসংস্কৃতি নানা প্রসঙ্গ', বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ বি, কলেজ রো, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৭, পৃ. ১

২. দে, সুশীলকুমার, 'বাংলা প্রবাদ : ছড়া ও চলিত কথা', এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ (ভবতোষ দত্ত ও তুষার চট্টোপাধ্যায়), বইমেলা, ১৩৯২, পৃ. ভূমিকা (২৬)

৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (৬ষ্ঠ খণ্ড – প্রবাদ), দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ভূমিকা (৮০)

৪. Burk, Kenneth, 'The Philosophy of Literary Form; New York', vintage Books, 1957, P. 2

৫. সরকার, পবিত্র, 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৩৯১, পৃ. ৪৩

Bibliography:

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, প্রথম সংকরণ- নভেম্বর, ১৯৭৭, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত), প্রবাদ প্রসঙ্গ, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২, বিডন রো, কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০১০

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, লোক সংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, বুক ট্রাস্ট, ৩০/১বি কলেজ রো; কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ১৯৯৯

চৌধুরি, দুলাল, প্রবাদ কোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২, প্রথম সংস্করণ- ১৯৫৪, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২

Smith, W.G, Oxford Dictionary of English Proverbs, Clarendon Press, 2nd Ed.; Oxford, 1936